দৈনিক বর্তমান

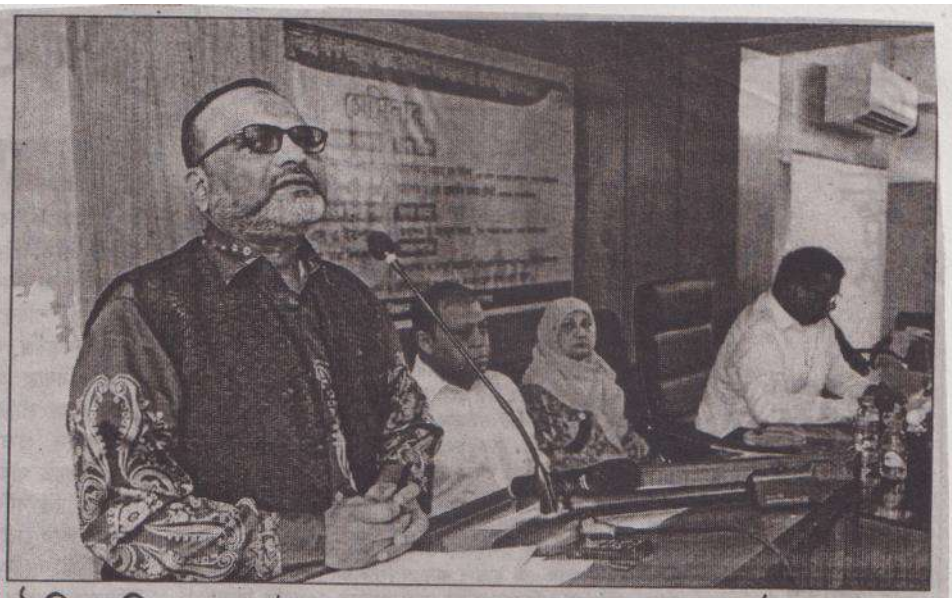

ঐতিহাসিক জুলাই আমাদের মধ্যে যে বৃহত্তর ঐক্য তৈরি করেছে, তা টিকিয়ে রাখতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমরা একটি বৃহত্তর ঐক্যের মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছিলাম। স্কুল, কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী, রিক্সাচালক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সবাই সেদিন ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে ৩ আগস্ট ২০২৫ রবিবার অনুষদের কনফারেন্স রুমে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪: জাগরণের এক নতুন অধ্যায়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম স্বাগত বক্তব্য দেন। রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার আলোচনায় অংশ নেন। পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারিয়া আক্তার এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন স্মৃতিচারণ করেন। ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া শরমিন খালেক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জুলাইয়ের যে কোন আলোচনা আমাদের কাছে ঋণ স্বীকারের একটি বড় উপলক্ষ্য। ৫ আগস্ট-এর পূর্বে আমরা কেউই জানতাম না যে, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান একটি ভয়ানক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হবে। তবুও জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলাম। কিছু মানুষের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের পরিণতি এই গণ-অভ্যুত্থান। কিছু মানুষ রক্ত দিয়ে আমাদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই সুযোগকে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজে লাগাতে হবে। ঐতিহাসিক মাইলফলকের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ডায়ালগ, সেমিনার, সম্মেলনসহ বিভিন্ন আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য একটিই, জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করা। জুলাইয়ের প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা একইসূত্রে গাঁথা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও নির্যাতনকারীদের বিচার প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, দোষীদের বিচার নিশ্চিত করতে আইনগত সঠিক প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর পরিসরে আমরা কাজ করছি। যাদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। যথাযথ সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে চাই। এজন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। তথ্য-প্রমাণসহ সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ আয়োজনের অংশ হিসেবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল ৪ আগস্ট সকাল ১১টায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং বিকাল ৩টায় আইন অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The New Age

DU VC calls for sustaining uprising spirit of unity

Staff Correspondent

DHAKA: University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan on Sunday emphasised preserving the unprecedented national unity demonstrated during last year's historic July mass uprising, calling it vital for the nation's future.

He made the emphasis while speaking at a seminar titled 'July mass uprising 2024: A new chapter of awakening', organised by DU's faculty of science on the campus, said a press release.

Professor Niaz said that from students to rickshaw-pullers, garment workers to academics – July had showed their collective strength. The hard-won unity had to endure.

The seminar was chaired by pro-vice chancellor, education, Professor Mamun Ahmed while pro-vice-chancellor (administration) Professor Saima Haque Bidisha spoke as special guest.

Tajmeri SA Islam, a member of DU Syndicate and retired chemistry professor, presented the keynote address while Professor Abdus Salam, dean of the faculty of science, delivered the welcome speech.

The event, part of DU's month-long anniversary observances, featured remarks of DU teachers and student testimonials recounting uprising experiences.

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan addresses a seminar on the July mass uprising at science faculty conference room on the campus in the capital on Sunday.

The New Nation

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed addresses a seminar titled 'July Mass Uprising 2024: A New Chapter of Awakening' at the Faculty's conference room at the Faculty of Science at DU on Sunday. ■ NN photo

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

04 August 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড' এর মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী দাতা পরিবারের পক্ষে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার একটি চেক গ্রহণ করেন ঢাবি ভিসি

সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী দাতা পরিবারের পক্ষে এক লাখ ৪৫ হাজার টাকার একটি চেক গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের ■ ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

৩য় পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন তিন লাখ টাকায় উন্নীত হলো।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো: নূরুজ্জামান এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত দুই শিক্ষার্থীকে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঐতিহাসিক জুলাইয়ের বৃহত্তর ঐক্য টিকিয়ে রাখতে হবে : ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমরা একটি বৃহত্তর ঐক্যের মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছিলাম। স্কুল, কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী, রিকশাচালক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সবাই সেদিন ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে রোববার অনুষদের কনফারেন্স রুমে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ : জাগরণের এক নতুন অধ্যায়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম স্বাগত বক্তব্য দেন। রসায়ন বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. ফারিদা বেগম এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আমিনুল ইসলাম তালুকদার আলোচনায় অংশ নেন। পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারিয়া আক্তার এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো: দেলোয়ার হোসেন স্মৃতিচারণ করেন। ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া শরমিন খালেক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জুলাইয়ের যেকোনো আলোচনা আমাদের কাছে ঋণ স্বীকারের একটি বড় উপলক্ষ। ৫ আগস্টের পূর্বে আমরা কেউই জানতাম না যে, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান একটি ভয়ানক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হবে। তবুও জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলাম। কিছু মানুষের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের পরিণতি এই গণ-অভ্যুত্থান। কিছু মানুষ রক্ত দিয়ে আমাদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই সুযোগকে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজে লাগাতে হবে। ঐতিহাসিক মাইলফলকের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ডায়ালগ, সেমিনার, সম্মেলনসহ বিভিন্ন আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য একটিই, জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করা। জুলাইয়ের প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা একইসূত্রে গাঁথা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নির্যাতনকারীদের বিচার প্রসঙ্গে ভিসি বলেন, দোষীদের বিচার নিশ্চিত করতে আইনগত সঠিক প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর পরিসরে আমরা কাজ করছি। যাদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। যথাযথ সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে চাই। এজন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। তথ্য-প্রমাণসহ সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ আয়োজনের অংশ হিসেবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আজ বেলা ১১টায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং বেলা ৩টায় আইন অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক বর্তমান

সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সাইয়েদ আবদুল হাই মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী দাতা পরিবারের পক্ষে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার একটি চেক ০৩ আগস্ট ২০২৫ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন ৩ লাখ টাকায় উন্নীত হলো।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ০২ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

Risingbd

ঢাবিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নিয়ে রচনা লিখে পুরস্কার পেলেন ৬ শিক্ষার্থী

ঢাবি সংবাদদাতা || রাইজিংবিডি.কম

প্রকাশিত: ২১:৩৩, ৩ আগস্ট ২০২৫ আপডেট: ২১:৩৪, ৩ আগস্ট ২০২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: আন্তঃহল মুক্ত গদ্য রচনা প্রতিযোগিতা' এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে হলভিত্তিক মোট ৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ছাত্র ও ছাত্রী দুই ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

রবিবার (৩ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাবি উপাচার্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, ডিন, জুরি বোর্ডের সদস্য, হল প্রভোস্ট/ওয়ার্ডেনবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম।

রচনা প্রতিযোগিতায় ছাত্রী ক্যাটাগরিতে- প্রথম হয়েছেন সংস্কৃত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের সোনিয়া পারভীন, দ্বিতীয় হয়েছেন ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের অঙ্গনা রাণী পাল ঊর্মি এবং তৃতীয় হয়েছেন উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের আয়েশা আখতার।

ছাত্র ক্যাটাগরিতে- প্রথম হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মাহমুদ-উল-হক, দ্বিতীয় হয়েছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের মো. মাহমুদুল হাসান মাসুম এবং তৃতীয় হয়েছেন সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মো. ছালেহ আহমেদ নাসিম।

সনদ, সম্মাননা ছাড়াও প্রথম পুরস্কার বিজয়ীকে ১০ হাজার, দ্বিতীয়কে ৭ হাজার এবং তৃতীয়কে ৫ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, "গত বছর এই সময়টায় একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আর সেই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের অসাধারণ আত্মত্যাগ। কতটা ত্যাগ তারা স্বীকার করেছে, তা ভাবলেও হৃদয় ভারী হয়ে আসে।"

তিনি বলেন, "এই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আমরা একটি নতুন সুযোগ পেয়েছি। এখন শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে হলের সিট পাচ্ছেন। পড়াশোনার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ আর জোর করে কাউকে মিছিলে নিয়ে যাচ্ছে না। এটা একটা বড় পরিবর্তন।"

তিনি আরো বলেন, "বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তারা মাত্র ১ মাসের ব্যবধানে একটি সরকার বদলে দিতে পেরেছে। এটি বিরল ইতিহাস। আমি বিশ্বাস করি, তারাই একদিন এই দেশকে একটি ভালো জায়গায় পৌঁছে দেবে।"

সমকাল

শিক্ষার্থীদের সাহসিকতা, একতা এবং আত্মত্যাগ এই আন্দোলনের সফলতার মূল চাবিকাঠি ছিল ● মাহবুব হোসেন নবীন

ক্যাম্পাস থেকেই সূচনা গণঅভ্যুত্থানের

■ তানিউল করিম

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর রক্তাক্ত অধ্যায় হয়ে থাকবে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ক্রমেই একটি গণজাগরণে রূপ নেয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মাধ্যমে। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষ এবং পেশাজীবীদেরও জাগিয়ে তোলে।

২০২৪ সালের ৫ জুন, হাইকোর্ট ২০১৮ সালের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। এই রায়ের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; যা মেধার অবমূল্যায়ন বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রায়ের প্রতিবাদে সেদিন রাতেই ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেন। ৩০ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনের আয়োজন করেন। যা ছিল আন্দোলনের প্রথম বড় আকারের কর্মসূচি। সারাদেশের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা এতে উদ্বুদ্ধ হন।

১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যার মধ্যে ছিল বিক্ষোভ মিছিল, গণসমাবেশ এবং অবরোধ। এরপর পরই এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ২ থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসেন। তারা বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চালান।

৭ জুলাই শিক্ষার্থীরা সারাদেশে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বরিশালসহ বড় শহরগুলোতে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি চলে। অন্যদিকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালায়। তারা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়, ভয়ভীতি দেখায় এবং সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে মিলে আন্দোলন দমন করার প্রচেষ্টা চালায়। তবে এসব সহিংসতা আন্দোলনের শক্তি যেন আরও বাড়িয়ে দেয়।

১৬ জুলাই, বংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ নামের এক শিক্ষার্থীকে পুলিশ সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাটি পুরো জাতিকে নাড়িয়ে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই নির্মম হত্যার ভিডিও দেখে দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তখন আর শুধু ক্যাম্পাসের বিষয় ছিল না। তখন এটি রূপ নেয় জাতীয় আন্দোলনে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জায়গার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নেমে আসে। তারাও অবরোধ-বিক্ষোভ কর্মসূচি চালায়। ঢাকার রোকেয়া হলের মেয়েরা হলের তালা ভেঙে আন্দোলনে যোগ দেন। একই দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পুলিশ এবং ছাত্রলীগের হামলা হয়। ১৬ জুলাইয়ের পর আন্দোলন দমন করার জন্য ঢাকার মধ্যে সরকার ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়।

১৮ জুলাই আন্দোলনকারীরা সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউনের ডাক দেন। সেই দিন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিহতদের স্মরণে শহীদ বেদি নির্মাণ করেন। এ সময় সরকারের দমননীতি তখন আরও কঠোর হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়, কারফিউ জারি করা হয় এবং আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার চলতে থাকে। ২৬ জুলাই আন্দোলনের তিনজন সমন্বয়ককে সাদা পোশাকধারী পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু এসব ভয়ভীতি শিক্ষার্থীদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। বরং আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়। ২৮ জুলাই দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও সমাবেশের ঢল নামে। ৩১ জুলাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একযোগে 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি। রোকেয়া হল থেকে শুরু করে দাবির অন্যান্য হলেও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। আন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রশাসন ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় জড়িত হন। জুলাই মাসজুড়ে চলা এই আন্দোলন অবশেষে ৩৬ দিন পর স্বৈরশাসকের পতনের মাধ্যমে বিজয়ের মুখ দেখে। শিক্ষার্থীদের সাহসিকতা, একতা এবং আত্মত্যাগ এই আন্দোলনের সফলতার মূল চাবিকাঠি ছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জুলাই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং নিহত ও আহতের সংখ্যাও তাদের বেশি।

ক্যাম্পাস থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন শুধু একটি সরকারের পতনই ঘটায়নি। এটি ফুটিয়ে তুলেছিল তরুণ প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে। জুলাই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে কোনো অন্যায় শাসন চির দিন টিকে থাকতে পারে না। তরুণদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই সমাজ পরিবর্তনের মূল শক্তি, তা আবারও প্রমাণিত হয়। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় এই আন্দোলন ছাত্র সমাজের ভূমিকায় নতুন যুগের সূচনা করেছে। ২০২৪ সালের এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া যে কোনো গণআন্দোলনই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে তা এখন জাতির জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।✤